ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আগামী ৪ মার্চ ঢাকায় আসছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর। তার দুই দিনের এই সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিষয়াবলি চূড়ান্ত করা হবে।

এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে জয়শংকরের দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের তারিখ ঠিক করার জন্য দুপক্ষ আলোচনাও চলছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে এ তথ্য জানান।

জানা গেছে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ২৬ মার্চ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। পরের দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সফরের সময়ে আলোচ্যসূচি ও যেসব সম্ভাব্য চুক্তি হতে পারে তা নিয়ে দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে এটি জয়শংকরের দ্বিতীয় ঢাকা সফর।

এর আগে ২০১৯ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। গত মাসে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের দিল্লি সফরের সময়ে জয়শংকরের ঢাকা সফরের বিষয়টি আলোচিত হয়। ওই সময়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, ভারতে সংসদের বাজেট অধিবেশন চলছে এবং সেটির বিরতির সময়ে তিনি ঢাকা সফর করবেন।

সেবামূলক কাজে বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে, আশা প্রধানমন্ত্রীর

সেবামূলক কাজে দেশের বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হবে বলে আশা

প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

রোববার সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে যে কুমুদিনী ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড ক্যান্সার রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে যাচ্ছি, তা করার ফলে মনে করি আমাদের দেশ স্বাস্থ্যখাতে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে এবং বেসরকারি খাত আরও উৎসাহিত হয়ে আসবে, যেন এই ধরনের সেবামূলক কাজ করতে পারে।

তিনি বলেন, আজকে আমি খুব আনন্দিত যে একটা মেডিকেল কলেজ এবং রিসার্চ সেন্টার হচ্ছে, হাসপাতাল হচ্ছে এবং সেটা নারায়ণগঞ্জে। কারণ নারায়ণগঞ্জে হওয়াটা খুবই দরকার, ঢাকার পাশেই নারায়ণগঞ্জ। আসলে নারায়ণগঞ্জে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল না, তেমন কোনো একটা মেডিকেল কলেজ ছিল না। কোনো কিছুই ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা প্রতিটি জেলায় সরকারি অথবা বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছি, মেডিকেল কলেজ করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি, হাসপাতাল করে দিচ্ছি এবং হাসপাতালগুলো যাতে উন্নতমানের হয় সেটারও ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ডাক্তার-নার্স নিয়োগ দিয়েছি।

করোনাভাইরাস মহামারি প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

এ সময় নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী কমপ্লেক্স প্রান্তে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভী, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা, পরিচালক শ্রীমতি সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচিত সেই গুয়ান্তানামো বে বন্দিশিবির বন্ধ করছেন বাইডেন?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সহযোগীরা কিউবার গুয়ান্তানামো বে সামরিক কারাগারের একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে বিতর্কিত স্থাপনাটি বন্ধে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আমলের লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

বারাক ওবামা তার নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া এই অঙ্গীকারটি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বাইডেন যাতে কারাগারটি বন্ধ করে দিতে পারেন; সেই উদ্দেশ্য নিয়েই পর্যালোচনা শুরু হয়েছে।

শুক্রবার হোয়াইট হাউসের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর দিয়েছে।
বাইডেনের মেয়াদেই কারাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা; প্রশ্নে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জেন সাকি বলেন, এটিই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন, কারাগারটির বর্তমান ভূমিকা নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে একটি মূল্যায়ন দাঁড় করাতে বাইডেন প্রশাসন কাজ করছে, যা আগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

জাতিসংঘে চিঠি দিলেন মিয়ানমারের ৩০০ এমপি

সম্প্রতি মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে সেনাবাহিনীর মানবতা-বিরোধী অপরাধের তদন্ত করার আহ্বান

জানিয়ে চিঠি লিখেছেন দেশটির পার্লামেন্টের ৩০০ সদস্য।

শুক্রবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সংস্থার মানবাধিকার সংরক্ষণ কাউন্সিলে এই চিঠি লেখা হয়। এদিকে জাতিসংঘের মিয়ানমার বিষয়ক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, চলমান বিক্ষোভে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সরাসরি গুলি চালানোর প্রমাণ আছে।

আগের দিনগুলোর ধারাবাহিকতায় মিয়ানমারের বিভিন্ন শহরে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছেন দেশটির সাধারণ মানুষ। তারা জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে নানা স্লোগান দিয়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি জানান।

আন্দোলনকারীরা সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে চাপ প্রয়োগের জন্য, চীনসহ অন্যান্য দেশের দূতাবাসের সামনেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার নাদা আল নাসিফ বলেন, ‘কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পর মিয়ানমার আবারো সংকটের মধ্যে পড়েছে। দেশটিতে যে অভ্যুত্থান হয়েছে, তা সাধারণ নাগরিকদের জন্য চরম বিশ্বাসঘাতকতা।’

তবে দেশের কল্যাণে সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে বলে দাবি করেছেন জাতিসংঘে মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত। জাতিসংঘে নিযুক্ত মিয়ানমারের রাষ্ট্রদূত মিন্ট তিউ জানান, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক বাহিনীর জন্য অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সংবিধান রক্ষার জন্যই সেনাবাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। সূত্র: বিবিসি

আমেরিকার বাড়া ভাতে ছাই দেবে চীন: বাইডেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, আমেরিকা যদি অবকাঠামো খাতে ব্যয় না বাড়ায়, তবে চীন আমাদের ছাড়িয়ে যাবে। তারা আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দেবে।

বৃহস্পতিবার একদল সিনেটরের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই হুশিয়ারি দেন। এর একদিন আগে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে তার ফোনালাপ হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি আমরা জোর গতিতে সামনে না এগোই, তারা আমাদের ছাড়িয়ে যাবে। পরিবহন, পরিবেশসহ অন্যান্য ইস্যুতে তারা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। আমাদেরও গতি বাড়াতে হবে।

বিশ্বজুড়ে অবকাঠামো খাতে চীন বিপুল অর্থ ঢালছে। উচ্চগতির রেল, মেট্রো সিস্টেম, আবাসন ভবন, বৈদ্যুতিক গ্রিড ও মোবাইল নেটওয়ার্কে তারা বিনিয়োগের বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

বাইডেন বলেন, রেল খাতে তাদের বড় বড় প্রকল্প আছে। তাদের এমন রেল আছে, যাতে এক ঘণ্টায় ২২৫ মাইল পথ যাওয়া যাবে।

শি জিনপিংয়ের সঙ্গে প্রথম ফোনালাপে বাইডেন অবাধ ও মুক্ত ইন্দো- প্যাসিফিক অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অন্যদিকে শি জিনপিং সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সংঘাত দুই দেশের জন্যই বিপর্যয় বয়ে আনবে।

হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানায়, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জিনজিয়াংয়ে চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলেছেন। এ ছাড়া হংকংয়ের ওপর চীনের দমনপীড়ন এবং তাইওয়ানের সঙ্গে চীনের চলমান উত্তেজনা নিয়েও কথা বলেন তিনি।

অন্যদিকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট শি সংঘাতের পরিণতি নিয়ে বাইডেনকে সতর্ক করে দিয়ে দুপক্ষেরই ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলা দরকার বলে মত দিয়েছেন।

মিয়ানমারের উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপ, আরও চাপে

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

---

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

মানুষকে রক্ষা করতেই দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তা।

আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের রিপোর্ট বলছে, সিঙ্গাপুরের স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার (১০ ফেব্রুয়ারী) রাত ৯.২০ নাগাদ নিউ ক্যালেডোনিয়া থেকে পূর্বে ৪১৫ কিলোমিটার দূরে ১০ কিলোমিটার গভীরতায় কম্পন অনুভূত হয়। ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ড, নিউ ক্যালেডোনিয়া এবং ভানুয়াতুতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সূত্র: নিউজএইটটিন।

২০২০ সাল জুড়ে অব্যাহত ছিল উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি

পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে বরাবরই আলোচনায় থাকে উত্তর কোরিয়া। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে ২০২০ সাল জুড়েও দেশটি তাদের কর্মসূচি চালিয়ে গেছে। সাইবার চুরির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ৩০ কোটি মার্কিন ডলার তারা এই খাতে ব্যয় করেছে। সোমবার জাতিসংঘের এক গোপন নথির বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

স্বাধীন নিষেধাজ্ঞা পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, পিয়ংইয়ং ‘বিভাজনীয় পণ্য উৎপাদন, পরমাণু কেন্দ্র চালু রাখা এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অবকাঠামোর উন্নয়ন করেছে, তারা এসব প্রকল্পের জন্য প্রযুক্তি ও পণ্য বিদেশ থেকে সংগ্রহ অব্যাহত রেখেছে।’

এ ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে নতুন করে পরিকল্পনা করছে বাইডেন প্রশাসন। এর মধ্যে মিত্রদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে চাপ অব্যাহত রাখা এবং ভবিষ্যত সম্ভাব্য কূটনীতির বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের প্রতিবেদনে অজ্ঞাতনামা এক সদস্য রাষ্ট্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, উত্তর কোরিয়ার কাছে যেসব পারমাণবিক ওয়্যারহেড

রয়েছে সেগুলো দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রে যুক্ত করা যাবে। ২০২০ সালে উত্তর কোরিয়া কোনো পারমাণবিক অস্ত্র কিংবা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়নি। তবে এই সময়ে তারা পারমাণবিক ওয়্যারহেডের পরীক্ষা ও উৎপাদনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

‘পরমাণু সমঝোতায় ফিরতে যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে’

পরমাণু সমঝোতায় ফিরতে যুক্তরাষ্ট্রকেই প্রথমে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ এই দেশটি প্রথমে সমঝোতা থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় ও ইউরোপ এই সমঝোতা রক্ষা না করায় ইরানও এটির বাস্তবায়ন থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি।

ইরানের ইসলামি বিপ্লবের ৪২তম বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার তেহরানে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এক বৈঠকে এসব কথা বলেন রুহানি। তিনি বলেন, যেসব দেশ গত তিন বছরে পরমাণু সমঝোতা পুরোপুরি লঙ্ঘন করেছে, এতে ফেরার জন্য তাদেরকেই অগ্রিম পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি বলেন, গত ৪২ বছরে ইসলামি বিপ্লবের বার্তা ছিল একটাই- শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টির সংলাপ। ইরান এই চার দশকে দু’টি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এর একটি ছিল ইরাকের চাপিয়ে দেয়া সামরিক যুদ্ধ এবং দ্বিতীয়টি আমেরিকার চাপিয়ে দেয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ। সূত্র: পার্সটুডে

রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন ইস্যুতে যা বললেন মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর টেলিভিশনের দেওয়া প্রথম ভাষণে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং লাইং বলেছেন, তার সরকার মিয়ানমারের চলমান পররাষ্ট্রনীতিতে কোনও পরিবর্তন আনবে না।

রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে যে চুক্তি আছে তাতেও কোনও প্রভাব পড়বে না। যদিও ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেননি।

বলেছেন, “দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী যেভাবে গৃহহীন লোকজনকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেওয়ার কথা ছিল সেটা চলতে থাকবে।”

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর সিনিয়র জেনারেল মিন অং লাইং সোমবার প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের জনগণের উদ্দেশে একটি টেলিভিশন ভাষণ দেন তিনি।

এই ভাষণের পুরো কপি ছাপা হয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ‘দ্য গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমারে’।

ভাষণের বেশিরভাগ অংশজুড়েই অবশ্য নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পক্ষে সাফাই দিয়েছেন জেনারেল অং লাইং।

রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ইস্যুতে তিনি বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে অস্থায়ী শিবিরে যেসব বাস্তুচ্যুত লোকজন রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের কার্যক্রমও অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের সাথে চুক্তি আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে তিনি বলেছেন যদি তা দেশের স্বার্থের কোনও ক্ষতি না করে।

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা গ্রহণযোগ্য, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব অনুযায়ী তাদের ফেরার অনুমোদন দেওয়া হবে।